উপসংহার

উত্তরবঙ্গের ভূমিরূপ এত বিচিত্র যে কোথাও পার্বত্য অঞ্চল, তো কোথাও সমভূমি অঞ্চল। ফলে জলবায়ুর তারতম্যও লক্ষ করা যায় এখানে। এত বৈচিত্র্য বলেই হয়ত এখানে বহু ভাষাভাষি মানুষ একত্রে মিলেমিশে বসবাস করে। তাই তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে গড়ে উঠেছে মিশ্র ভাষা-সংস্কৃতি। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রতিনিয়ত এখানে জনসমাগম ঘটে চলেছে। উত্তরবঙ্গের ভূ-খণ্ড প্রতিবেশী দেশ নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ এবং প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ও অসম দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় শুধু রাজনৈতিক দিক থেকেই নয়, তদুপরি সমাজ, ভাষা ও সংস্কৃতিকেও সমৃদ্ধ করেছে। আবার সমাজ যেভাবে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলিকে প্রভাবিত করছে ঠিক তেমনিভাবেই লোকসংস্কৃতিও বহুদিন ধরে সমাজের বিভিন্ন ধারাকে পরিবর্তিত করে চলেছে। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সমাজ ও লোকসংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থান করছে। কারণ সমাজকে বাদ দিয়ে লোকসংস্কৃতিকে ভাবা যায় না। দ্রুত শিল্পায়ন, নগরায়ণ, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি, উন্নত যোগাযোগ, বিশ্বায়ন ইত্যাদি প্রতিনিয়ত সমাজকে বদলে দিচ্ছে। আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন লোকসংস্কৃতি তথা লোকনাটককে নানাভাবে রূপান্তরিত করে চলেছে।

পূজা-পার্বণের উপর ভিত্তি করে লোকনাটকগুলি সৃষ্টি হলেও আমোদ-প্রমোদমূলক বা অনানুষ্ঠানিক রূপেই এর ক্রমবিকাশ ঘটেছে। ফলে লোকনাটকে ধর্মকে ছাপিয়ে সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের কথাই বড়ো হয়ে উঠেছে। এরপর ধীরে ধীরে লোকনাটকগুলি বিভিন্ন আঙ্গিকে পরিবেশিত হতে থাকে। কোথাও সমাজ, কোথাও পুরাণ, আবার কোথাও বা কল্পনা-রূপকথা প্রভৃতি প্রাধান্য পেতে লাগল। এ ধরনের লোকনাটকগুলির মধ্যে অন্যতম পালাটিয়া, গম্ভীরা, খন, চোরচুন্নি, আলকাপ, কুশান, নটুয়া প্রভৃতি।

যেহেতু লোকনাটক সৃষ্টি মুহূর্তে ধর্মকেন্দ্রিক ছিল তাই শুরুতে লোকনাটকের বিষয়বস্তু রূপে প্রাধান্য পেয়েছিল বিভিন্ন পুরাণ ও মঙ্গলকাব্য। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এই ধরনের পুরাণ বা মঙ্গলকাব্য বিষয়ক লোকনাটকগুলিতে বিষয়গত তেমন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সুক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যায় মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তনের সাথে সাথে পৌরাণিক কাহিনির মধ্যেও বর্তমান নানা সামাজিক সমস্যা উঠে আসে। পুরাণের মোড়কে সমাজের যে সমস্ত বিষয় লোকনাটকে তুলে ধরা হত তার মধ্যে ন্যায়-নীতিবোধই বেশি প্রাধান্য পেত। কিন্তু অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষ যখন রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল তখন কেবল ন্যায়-নীতি-আদর্শের দোহাই দিয়ে পৌরাণিক লোকনাটকগুলি আর টিকে থাকতে পারল না। মানুষের মনোভাবের পরিবর্তনের সাথে সাথে লোকনাটকেও এল রূপান্তর। সাধারণ মানুষ দেব-দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তনের বদলে নিজেদের জীবনের চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখের প্রতিবিম্ব দেখতে চাইল। এভাবে একসময় চাহিদা বাড়ল সামাজিক

লোকনাটকের। কিন্তু তাই বলে এটা কখনই নয় যে, পৌরাণিক লোকনাটক একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। এখনও তা স্বমহিমায় বিরাজমান। তবে এর ফর্ম অনেকটাই বিবর্তিত হয়েছে। লোকনাটক এখানেই থেমে থাকেনি, সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি এতে স্থান পেয়েছে রাজনীতি। যেমন, আলোচ্য গম্ভীরা লোকনাটকের ক্ষেত্রে দেখা যায় শিবের গাজনকে কেন্দ্র করে একসময় গম্ভীরা উৎসব প্রচলিত হয়েছিল। গম্ভীরা উৎসবের প্রধান দুটি দিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এবং বোলবাই বা গীতাভিনয়; কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে গম্ভীরা লোকনাটকে রূপান্তরিত হয়েছে। কাহিনি হিসেবে প্রথমদিকে স্থান পেয়েছিল আধ্যাত্মিক বিষয়। এর পেছনে কারণ মূলত ধর্মীয় ভাবনা থেকে জাত গম্ভীরা উৎসব। তবে শুধু আধ্যাত্মিক বিষয়ই নয়, পাশাপাশি সমাজজীবনও উঠে এসেছে গম্ভীরায়। লোকনাটক যেহেতু লোকসাংবাদিকতার চরম নিদর্শন তাই গম্ভীরাতেও স্থান পেয়েছিল স্থানীয় খবর, সমাজের দুর্নীতি, ব্যক্তিগত কুৎসা প্রভৃতি। পরবর্তীকালে অবশ্য এতে রাজনীতি প্রাধান্য পায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে লোকনাটকগুলিতে যেখানে মূল গায়ক, তার সহকারী দোহার এবং কিছু বাদ্যযন্ত্রী মিলে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করত সেখানে চরিত্রানুযায়ী নতুন নতুন শিল্পীর আগমন ঘটেছে। যেমন— গম্ভীরায় যে শিব মূর্তির সামনে শিল্পীরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে তাদের সমস্ত অভাব অভিযোগ তুলে ধরত, পরবর্তীকালে সেই শিব একটি স্বতন্ত্র চরিত্র হিসেবে আসরে উপস্থিত হল। দেবতার এই মানবীকরণের রূপ মঙ্গল কাব্যেও দেখা গেছে। লোকনাটকেও দর্শক ও শ্রোতা সেই দেবতাকে মানবরূপে আসরে প্রতিষ্ঠা করল। আবার নারী চরিত্রে যেখানে পুরুষেরা অভিনয় করত সেখানে নারীরা অভিনয়ের সুযোগ পেল। এছাড়া সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে শোষক চরিত্রগুলি বিবর্তিত হয়ে নবরূপ গ্রহণ করেছে। ফলে লোকনাটকেও জোতদার, জমিদার চরিত্রের পরিবর্তে উঠে এসেছে ইংরেজ, নেতা-মন্ত্রীরা।

লোকনাটকের উপস্থাপন ও অভিনয়ের দিক থেকে যে অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটে চলেছে তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। লোকনাটকের প্রদর্শন শৈলীগত বিভিন্ন উপাদানগুলি যেমন— মঞ্চরীতি, সাজসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্র ও আলোকসজ্জার ক্ষেত্রে বিবর্তন ঘটছে। চারদিক উন্মুক্ত, সমতল গোলাকার আসর আজ তিনদিক খোলা, উঁচু প্ল্যাটফর্ম যুক্ত বর্গাকৃতি আসরের রূপ নিয়েছে। অভিনেতাদের সাজসজ্জার জন্য গ্রিন রুমের ব্যবহার আবশ্যক হয়ে পড়েছে। শিল্পীরা সাধারণ সহজলভ্য সাজসজ্জার পরিবর্তে আধুনিক প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করতে শুরু করেছে। পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও যাত্রা, থিয়েটার ও সিনেমার অনুকরণ লক্ষণীয়। প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের পাশাপাশি আধুনিক বাদ্যযন্ত্র যেমন— হারমোনিয়াম, ক্ল্যারিওনেট প্রভৃতি লোকনাটকে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে হ্যাজাক ও লণ্ঠনের পরিবর্তে লোকনাটকের আলোকসজ্জায় ব্যবহৃত হয় বৈদ্যুতিক আলো ও জেনারেটর।

লোকসাহিত্যের ভাষা যেহেতু সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কথ্যভাষাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে তাই একই এলাকায় লিঙ্গ, পেশা ও বয়সভেদে এই ভাষায় তারতম্য লক্ষ করা যায়। উত্তরবঙ্গের বৃহৎ অংশ কামরূপী ঔপভাষিক অঞ্চলের অন্তর্গত। কিন্তু ভৌগোলিক, সামাজিক দিক থেকে পার্শ্ববর্তী দেশ ও রাজ্যগুলির ভাষা

এবং সংস্কৃতির প্রভাব এখানে মিশ্র ভাষা-সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। ফলে বাংলা, হিন্দি, নেপালি ও ইংরেজির মতো বিদেশী শব্দগুলির সর্বব্যাপী প্রভাব লোকনাটকের ভাষাতেও এনেছে বিরাট রূপান্তর।

সর্বোপরি বলা যেতে পারে বিভিন্ন রাজবংশের শাসনাধীন থাকার ফলে তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যগুলি বংশপরম্পরায় উত্তরবঙ্গের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এছাড়া পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসন উত্তরবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী গণ আন্দোলনগুলির, যেমন— তে-ভাগা আন্দোলন, তিনবিঘা ও বেরুবাড়ি আন্দোলন, নকশাল আন্দোলন, কামতাপুর, গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলন প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের জনমানসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সমাজের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লোককবিরা প্রতিবাদ জানাল সামাজিক লোকনাটকে। পরবর্তীকালে রাষ্ট্র ও রাজনীতির দুর্নীতির মুখোশ খুলে দিতেও তারা তৎপর হল। ব্রিটিশ রাজত্বকালে তাদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তুলে ধরেছিল লোকনাটকের মতো হাতিয়ার। কিন্তু স্বাধীনতার পরে বহুক্ষেত্রে লোককবিদের এই সংগ্রামী মনোভাব অবিচল থাকেনি। আর্থ-সামাজিক চাপে শাসক ও শোষকযন্ত্রের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে লোকনাটকের দলগুলি। যে লোকনাটকগুলি একসময় সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত, তা ক্রমশ শাসকদলের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। জনমানসে সংবাদ পরিবেশনে লোকনাটকের ভূমিকা অনস্বীকার্য তাই বর্তমানে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রচারকার্যের জন্য লোকনাটককে বেছে নিয়েছে। ফলে লোকনাটকগুলি ক্রমশ প্রচারধর্মী হয়ে পড়েছে।

ভাষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় এর আগে পূর্বসূরী গবেষকদের সংকলিত লোকনাটকগুলিতে যে ধরনের ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা ও রীতি লক্ষ করি তা আধুনিক লোকনাটকগুলিতে প্রায় পাওয়া যায় না। পূর্বে 'নয়নশ্বরী' বা 'মাইয়াবন্ধকী'র মতো পালাগুলি সমাজে যতটা জনপ্রিয় ছিল, বর্তমান সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই পালাগুলি সাধারণ মানুষ আর পছন্দ করেন না। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে তারা আধুনিক জীবনসমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত পালাগুলিই বেশি পছন্দ করেন। উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে ভূমি-সংস্কার আন্দোলন, তে-ভাগা, ভেস্ট প্রভৃতি গণ আন্দোলনগুলি মানুষের চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আগেকার মতো এখানকার মানুষের হাতে অত সময় নেই। কৃষিকাজের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে চা-বাগান ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে ওঠায় মানুষ কৃষিকাজের চাইতে এগুলির দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছে। ফলে অফুরন্ত সময় হাতে না থাকায় তারা আর তেমনভাবে লোকনাটক রচনায় মনোনিবেশ করতে পারেন না। তাই ধীরে ধীরে লোকনাটকের দলগুলি বসে যেতে শুরু করেছে। তবে বর্তমানে সরকারী সাহায্য শিল্পীদের মনে এক নতুন আশার আলো দেখাচ্ছে। কিন্তু সবক্ষেত্রে হয়তো এই সরকারী সুযোগ মিলছে না। যেক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য মিলছে সেখানে শিল্পীরা তাদের অনলস প্রচেষ্টায় লোকনাটককে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। সময়াভাবে দীর্ঘ পালাগুলি সংক্ষিপ্ত করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে থিয়েটার, সিনেমা ও যাত্রার সর্বগ্রাসী প্রভাব লোকনাটকের সার্বিক রূপান্তরের

জন্য দায়ী। দর্শক ও শ্রোতা ধরে রাখতে সিনেমা ও যাত্রার সাথে পাল্লা দিয়ে লোককবিরা তাদের পালায় কাহিনি, চরিত্র, মঞ্চসজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতিতে রূপান্তর নিয়ে এসেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে লোকনাটকের এই রূপান্তর লোকনাটকের প্রাচীন ঐতিহ্যকে খর্ব করেছে। কিন্তু একথা আমাদের মনে রাখতে হবে বিবর্তনের পথ ধরে নিজস্ব নিয়মে এগিয়ে যাওয়াই যেমন সমাজের স্বাভাবিক ধর্ম, তেমনি সংস্কৃতির রূপান্তরও এক অনিবার্য ঘটনা। তাই সমাজ বিবর্তন যতই আধুনিক হোক না কেন অথবা বলা যায় লোকসংস্কৃতির অঙ্গনে নাগরিক বা শিষ্ট সংস্কৃতির আগ্রাসী ছায়া যতই দীর্ঘতর হোক লোকসংস্কৃতির মৌলিক পরিকাঠামো কখনই পুরোপুরি হারিয়ে যেতে পারে না। তাই লোকসংস্কৃতির স্বার্থেই লোকনাটকের এই রূপান্তর আমাদের স্বগর্বে ও স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিতে হয়।